Nobodhan Sept-Oct 2012

III

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

সনাতনী শাশ্বত সেই জিজ্ঞাসা ছিল যুধিষ্ঠিরের ছটি প্রশ্নে : "তিনি কি শুধুই ন্যায়মূর্তি, কঠোর শাসক না দয়াময় পিতা? তিনি কি শুধুই জীবের কর্মফলদাতা না করুণাময় পালক? একহাতে আয়ুধের সঙ্গে অন্যহাতে তাঁর যে-বরাভয় মুদ্রা আর কমলকোরক তা কি ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের জন্যই? অর্থাৎ ধর্ম কি শুধুই প্রায়শ্চিত্ত, নীরস কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান, না এর গভীরে অন্তঃসলিলা নদীর মতো নিরন্তর বয়ে যায় ভাবভক্তির মাধুর্যভরা এক প্রাণের টান, এক আশ্রয়ের আশ্বাস?

পরবর্তী দশটি শ্লোকে (৪-১৩) সেই প্রসঙ্গের সমাধান করেছেন পিতামহ ভীষ্ম :

জগৎপ্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
স্তুবন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ ॥৪

অন্বয় : জগৎপ্রভুং দেবদেবম্ অনন্তং পুরুষোত্তমম্ নামসহস্রেণ স্তুবন্ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ।

শাংকরভাষ্য : সর্বেষাং বহিরন্তঃ শত্রূণাং ভয়হেতুর্ভীষ্মঃ মোক্ষধর্মাদীনাং প্রবক্তা সর্বজ্ঞঃ। *জগৎ* স্থাবরজঙ্গমাত্মকং তস্য *প্রভুং* স্বামিনম্, *দেবদেবং* দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবম্, *অনন্তং* দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চাপরিচ্ছিন্নম্, *পুরুষোত্তমং* ক্ষরাক্ষরাভ্যাং কার্যকারণাভ্যামুৎকৃষ্টম্, *নামসহস্রেণ* নাম্না সহস্রেণ *স্তুবন্* গুণান্ সঙ্কীর্তয়ন্ *সততোত্থিতো* নিরন্তরমুদ্যুক্তঃ। *পুরুষঃ* পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ—'সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ' ইতি সর্বত্র সম্বধ্যতে।

ভাবানুবাদ : সর্বপ্রথম যেন বিষ্ণুসহস্রনামের আচার্যবরণ করছেন ভাষ্যকার শংকর, ভীষ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তির মাধ্যমে। ভয়ার্থক 'ভী' ধাতু থেকে ভীষ্ম শব্দের উৎপত্তি। ভীষ্ম মানে ভীষণ, ভয়ানক। ভীষণ তাঁর সংকল্প, ভয়ানক তাঁর শৌর্য-বীর্য। ভাষ্যকার রহস্য করে বলছেন, বাইরে রণক্ষেত্রে তাঁর শৌর্যকুশলতা যেমন সমস্ত শত্রুর ভয়ের কারণ, তেমনই তাঁর প্রজ্ঞাশক্তি। ইন্দ্রিয়াদি অন্তরের রিপুও তাঁর বৈদগ্ধ্যবাণে নাশ হয়। মোক্ষধর্মাদির অন্যতম সার্থক প্রবক্তা, সর্বজ্ঞ আচার্যকোটির পুরুষ তিনি—শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ।

পিতামহ ভীষ্ম অবতারণা করছেন এই বলে যে তিনি 'জগৎপ্রভু', জগতের স্বামী। সর্বপ্রথম নারায়ণকে জগতের নিয়ন্তা বা শাসকরূপেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। জগৎ ঐশ্বর্যস্বরূপ। স্থাবর (বৃক্ষপর্বতাদি নিশ্চল প্রকৃতি) ও জঙ্গম (প্রাণী-আদি সচল প্রকৃতি)-রূপ ঐশ্বর্য-সম্পদাদি নিয়ে এই বিশ্বচরাচর তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই সাম্রাজ্য। গীতায় তিনি স্বমুখে বলেছেন,

"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥" (১৩।২৬)

একাদশ অধ্যায়েও বলেছেন, 'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্'—হে অর্জুন, আমার এই বিরাট শরীরে অবয়বরূপে একত্র আশ্রিত সমগ্র জগতকে—চর ও অচরকে দেখ।

পুরাণে দেখা যায়, দেবাসুরসংগ্রামে যখন ইন্দ্রাদি দেবতারা আক্রান্ত ও আর্ত হয়ে ব্রহ্মাজীর সমীপে যাচ্ছেন, তখন সংকটাপন্ন দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মাজী চলেছেন বৈকুণ্ঠে, নারায়ণসকাশে। অর্থাৎ নারায়ণ দেবতাদেরও দেবতা, দেবাদিদেব, স্বয়ং ব্রহ্মাজীও তাঁর

অনুগত। কিন্তু লৌকিক অর্থে কর্তৃত্ববোধের সীমায় আবদ্ধ স্বামী তিনি নন। তিনি অনন্ত, দেশ-কাল-বস্তুর অতীত। নিরুপাধিক তিনি তাঁর চৈতন্যশক্তির দ্বারা, শুধু স্বরূপসত্তামাত্র দ্বারা আমাদের পালন করেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি তাঁর গোপনতম স্বরূপটির পরিচয় দিয়েছেন (১৬-১৯), সেই অনুবৃত্তিরই ছায়া এসেছে এখানে—ভাষ্যকার বলছেন 'ক্ষর' (বিনাশী জীব) এবং 'অক্ষর' (অবিনাশী মায়াবীজ) থেকে বা কার্য-কারণ থেকে, অপরা এবং পরা প্রকৃতি থেকে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ থেকে তিনি ভিন্ন, উৎকৃষ্ট, উভয়ের অতীত। তাই তিনি পুরুষোত্তম। 'অধরা' এই নিরুপাধিক চৈতন্যসত্তা কিন্তু হৃদয়ের ভাবভক্তিতে ধরা পড়েন, হৃদয়বন্ধনে ধরা দেন—সহস্রনাম সহযোগে তাঁর মনন করলে, স্তুতি করলে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা যায়। স্তুতিকারী পুরুষের নিরন্তর উত্তরণই সেই উপলব্ধি। প্রার্থনাময়, রাগদ্বেষহীন এক প্রসন্ন প্রজ্ঞায় হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা। নামোচ্চারণে জীবের ত্রাণও হয়, নামকারী জীব জীবনের ত্রিবিধ দুঃখকে অতিক্রম করে যেতে পারে—'সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ।' এই অংশটি পরবর্তী ৬ নং শ্লোকে রয়েছে। অংশটি চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত প্রতি শ্লোকের সঙ্গে যুক্ত হবে অর্থাৎ 'মানুষ সমস্ত দুঃখের পার হবে'—এই অর্থটি প্রযোজ্য হবে।

পুরুষ (স্তুতিকারী) শব্দের অর্থ ভাষ্যকার করছেন স্বরূপ-অর্থে, 'পূর্ণত্বাৎ', যিনি স্বরূপত পূর্ণ অথবা দেহরূপ প্রাসাদপুরীতে যিনি (পূর্ণচৈতন্যসত্তা) শয়ন করে আছেন।

এবার চতুর্থ প্রশ্নের (কম্ অর্চন্তঃ) উত্তর :

তমেব চার্চয়ন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্।
ধ্যায়ংস্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥৫

অন্বয় : তমেব চ অব্যয়ং পুরুষং ভক্ত্যা নিত্যম্ অর্চয়ন্ তমেব চ ধ্যায়ন্ স্তুবন্ নমস্যন্ চ যজমানঃ।

শাংকরভাষ্য : *তমেব চার্চয়ন্* বাহ্যার্চনং কুর্বন্ *নিত্যং* সর্বেষু কালেষু ভক্তির্ভজনং তাৎপর্যং তয়া *ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ং* বিনাশক্রিয়ারহিতম্, *তমেব চ ধ্যায়ন্* আভ্যন্তরার্চনং কুর্বন্, *স্তুবন্* পূর্বোক্তেন *নমস্যন্* নমস্কারং কুর্বন্, পূজাশেষভূতমুভয়ং স্তুতিনমস্কারলক্ষণং *যজমানঃ* পূজকঃ ফলভোক্তা। অথবা, অর্চয়ন্নিত্যনেনো-ভয়বিধমর্চনমুচ্যতে। ধ্যায়ংস্তুবন্নমস্যংশ্চেত্যনেন মানসং বাচিকং কায়িকং চোচ্যতে।

ভাবানুবাদ : ভক্তিযোগের প্রথম কথাই স্তবস্তুতি। চতুর্থ শ্লোকে স্তুতির কথা বলে পঞ্চম শ্লোকে পিতামহ ব্যাখ্যা করছেন দেবতার অর্চনার তত্ত্ব। ভাষ্যকার এই অর্চনাকে রূপ দিতে চেয়েছেন বৈধী উপাসনারূপ কর্ম হিসাবে, শাস্ত্র-অনুমোদিত কর্মনিষ্ঠা হিসাবে।

পিতামহ বলছেন, যাঁকে স্তুতি করা হয়েছিল, অব্যয় অবিনাশী সেই পুরুষোত্তমকে বাহ্যত অর্থাৎ দ্বৈতভাবে ঔপচারিক পূজার দ্বারা, বিধিবৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি সহ অন্তরের ভাবভক্তি অর্পণ করা যায়। অথবা দেহের অন্তরে যে-পঞ্চতত্ত্ব আছে, তাকেই উপচার হিসাবে (গন্ধতত্ত্বকে ধূপ, অগ্নিতত্ত্বকে দীপ ইত্যাদি) অর্পণ করে, বিধিবৎ মানসপূজাও করা যায়। বিনম্র প্রণতির দ্বারাও আনতশির যজমান পেতে পারে তার পূজার ফল। অতিক্রম করে যেতে পারে তার দুঃখক্লেশকে—'সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ।'

অথবা 'অর্চয়ন্ নিত্যম্' দ্বারা পিতামহ বুঝিয়েছেন অনৌপচারিক বাহ্য-অন্তরের উপাসনা, এমন অর্থও করা যেতে পারে। 'ধ্যায়ন্ স্তুবন্ নমস্যন্'-এর অর্থসংযোগে অর্চনার পরিভাষা একটু অন্যরকম হয়। অর্থাৎ ধ্যান—মানসিক উপাসনা, স্তুতি—বাচিক উপাসনা, নমস্কার বা প্রণাম—কায়িক উপাসনা, এমন অর্থও করা যেতে পারে, বলছেন ভাষ্যকার।

এরপর তৃতীয় প্রশ্নের, 'স্তুবন্তঃ কম্'-এর উত্তর :

অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
লোকাধ্যক্ষং স্তুবন্নিত্যং সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥৬

অন্বয় : অনাদিনিধনং সর্বলোকমহেশ্বরম্ লোকাধ্যক্ষং বিষ্ণুং নিত্যং স্তুবন্ (নরঃ) সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ।

শাংকরভাষ্য : *অনাদিনিধনং* ষড়্‌ভাববিকারবর্জিতম্, *বিষ্ণুং* ব্যাপনশীলম্, সর্বং লোক্যতে ইতি লোকো দৃশ্যবর্গো লোকস্তস্য নিয়ন্তৃত্বাৎ ব্রহ্মাদীনামপীশ্বরত্বাৎ *সর্বলোকমহেশ্বরঃ* তম্, লোকং দৃশ্যবর্গং স্বাভাবিকেন বোধেন সাক্ষাৎপশ্যতীতি *লোকাধ্যক্ষঃ* তং *নিত্যং* নিরন্তরং *স্তুবন্ সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ* ইতি ত্রয়াণাং স্তবনার্চনজপানাং সাধারণং ফলবচনম্। সর্বাণি

আধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখান্যতীত্য গচ্ছতীতি সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ স্যাৎ।

ভাবানুবাদ : জন্মমৃত্যুর বৃত্তের বাইরে নারায়ণের প্রতিষ্ঠা, তাঁর স্থিতির নেই আদি, নেই অন্ত। জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, ক্ষয় আর বিনাশ—এই যে ছয়টি দশার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় জীবের জীবনকাল (জায়তে, বর্ততে, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি), সেই চক্রের অন্তর্ভুক্ত তিনি নন। সমস্ত সৃষ্টিকে আবৃত করে, বেষ্টিত করে তিনি বর্তমান। 'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি প্রত্যক্ষত দেখছেন। 'লোক্যতে ইতি লোক'—লোক্যতে অর্থ অবলোকন করছেন, দেখছেন। সমস্ত সৃষ্টি যাঁর নেত্রে দৃশ্যরূপে অবভাসিত, সেই সমস্ত লোকের ঈশ্বর তিনি, তিনি মহেশ্বর।

একই কথা গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেখতে পাই, 'উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ' (১৩।২৩)—তিনি জীবাত্মার সাক্ষিরূপে আছেন, নিয়ন্ত্রকরূপে আছেন, তিনিই ভর্তা (ভরণকারী), তিনিই ভোক্তা (ভোগকর্তা)। আচার্য শংকর ওই শ্লোকের ভাষ্যে লিখেছেন—'মহেশ্বরঃ সর্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহান্ ঈশ্বরশ্চ।' ব্রহ্মাদি সকলের তিনি নিয়ন্তা, ভূঃআদি সমস্ত লোককে দৃশ্যের ন্যায় স্বাভাবিকবোধে সর্বত্র দর্শন করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন অর্থাৎ অধ্যক্ষতা করছেন তাই তিনি লোকাধ্যক্ষ।

তাঁকে এই ভাবের বিষয় করে স্তুতি, পূজা ইত্যাদি অর্চনা করলে, জপাদি অর্পণ করলে, পিতামহ বলছেন, তার প্রত্যক্ষ ফল হয় ত্রিতাপ থেকে মুক্তি। গীতার দশম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের প্রতিধ্বনি যেন পিতামহের কণ্ঠে : "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।/ অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"—যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি, লোকমহেশ্বররূপে জানেন, তিনিই বুদ্ধিমান জ্ঞানী, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। ভাষ্যকার বলছেন, নারায়ণের অর্চনাকারীর সমস্ত দুঃখ অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক দুঃখ নষ্ট হয়ে যায়।

পুনরায় সেই স্তুতিযোগ্য পুরুষোত্তমকে বিশেষণের দ্বারা বিভূষিত করছেন পিতামহ—

ব্রহ্মণ্যং সর্বধর্মজ্ঞং লোকানাং কীর্তিবর্ধনম্।
লোকনাথং মহদ্‌ভূতং সর্বভূতভবোদ্ভবম্॥৭

শাংকরভাষ্য : *ব্রহ্মণ্যং* ব্রহ্মণে স্রষ্ট্রে ব্রাহ্মণায় তপসে শ্রুতয়ে হিতম্, *সর্বান্ ধর্মান্ জানাতীতি সর্বধর্মজ্ঞঃ* তং *লোকানাম্*, প্রাণিনাং *কীর্তয়ঃ* যশাংসি স্বশক্ত্যানুপ্রবেশেন *বর্ধয়তীতি* তং লোকৈর্নাথ্যতে লোকানুপতাপয়তে শাস্তে লোকানামীষ্ট ইতি বা *লোকনাথঃ* তম্, মহদ্ ব্রহ্ম—বিশ্বোৎকর্ষেণ বর্তমানত্বাৎ—মহদ্‌ভূতং পরমার্থসত্যম্ সর্বভূতানাং ভবঃ সংসারো যৎসকাশাদুদ্ভবতীতি *সর্বভূতভবোদ্ভবঃ* তম্।

ভাবানুবাদ : স্বয়ং ব্রহ্মার সৃষ্টি নারায়ণের নাভিকমল থেকে, তাই তিনি ব্রহ্মণ্য। অথবা ব্রাহ্মণবর্গের (ব্রহ্মণি স্থিত ইতি ব্রাহ্মণ) শ্রুতির, তপস্যার (তপঃশক্তির বা তপস্যারত মুমুক্ষুর) তিনি সংস্থাপক, সংরক্ষক, হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই তিনি ব্রহ্মণ্য।

সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা তিনি—সর্বধর্মজ্ঞ। লোকে অর্থাৎ জগতে যিনি সৎ ও ধার্মিক মানুষদের অনুগ্রহ করে স্বীয় শক্তিতে তাঁদের জয়ী করেন, ধর্ম-অর্থ-কাম প্রদান করেন, যশ ও কীর্তি বৃদ্ধি করেন সেই পিতামহ, স্বামিতুল্য, প্রভুপ্রতিম প্রার্থিত রক্ষক তিনি, তাই তিনি লোকনাথ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম'—"আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই সর্বভূতের কারণ। সমস্ত জীবযোনিতে যে-সকল দেহমূর্তি উৎপন্ন হচ্ছে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি (মহৎ) তাদের জননী, আমিই পিতা।" আচার্য শংকর এই ভাষ্যে গীতার সেই অনুবৃত্তি এনে বলছেন যে 'মহদ্‌ভূত' বা 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বিশ্বের উৎপত্তির কারণবীজের সঙ্গে নিত্যসংযুক্ত, বর্তমান। আনন্দগিরি ওই গীতাভাষ্যের টীকায় বলেছেন, প্রকৃতি সর্বকার্যের কারণ বলে 'মহৎ' এবং ব্রহ্মের উপাধি বলে ব্রহ্ম।

যাঁর সান্নিধ্যমাত্রেই এই সংসার উৎপন্ন হচ্ছে, যিনি সর্বপ্রাণিবর্গের উৎপত্তিস্থানে বা উদ্ভবস্থানে প্রতিষ্ঠিত—তিনি 'সর্বভূতভবোদ্ভব'—তাঁর শরণপ্রাপ্ত হলে 'সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ'—সমস্ত দুঃখের পারে যাওয়া যায়।

ক্রমশ